দৈনিক সংবাদ

তারিখ 26 JAN 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

14

জাতীয় শিক্ষানীতি

গত সোমবার সরকারিভাবে ৫৪ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় শিক্ষা কমিটি গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এই কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর শামসুল হক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা এবং তার আগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। কমিটিতে বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ও সাবেক প্রধানরা আছেন। অবসরপ্রাপ্ত আমলা ও শিক্ষকসহ বিভিন্ন স্তরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও এই কমিটিতে আছেন।

জাতীয় শিক্ষা কমিটি কুদরত-এ-খুদা কমিশনের মূল কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করবে। কমিটির চেয়ারম্যান বলেছেন যে, কমিটির মধ্য থেকে বেশ কয়েকটি সাবকমিটি গঠন করা হবে। উল্লেখ্য, প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা চিহ্নিত করার জন্য ইতিপূর্বে গঠিত কমিটি গত মাসে তার কাজ শুরু করেছে। জাতীয় শিক্ষা কমিটি আগামী ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে তাদের রিপোর্ট পেশ করবে।

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার কিছুদিন পরই জাতীয় সংসদে ঘোষণা দিয়েছিল যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হবে এবং সেই নীতির ভিত্তি হবে ডঃ কুদরত-এ-খুদা কমিশনের রিপোর্ট। জাতীয় শিক্ষা কমিটি গঠন সে কাজের প্রাথমিক পদক্ষেপ বলা যেতে পারে।

ডঃ কুদরত-এ-খুদা কমিশনের রিপোর্ট যখন প্রণয়ন করা হয়, তার পর থেকে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন হচ্ছে এবং তাঁর সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী নীতিগতও পরিবর্তন হয়েছে। এসব পরিবর্তনের মধ্যে কোন্‌টা ভাল এবং কোন্‌টা মন্দ তা খুঁজে বের করার মত কঠিন কাজটা কমিটি করতে পারবে বলেই আমাদেরবিশ্বাস।

ইতিমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা দুটোকেই কাগজে-কলমে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। তবে সরকারের দৈনন্দিন কাজেকর্মে বিষয় দুটো অতীতেও প্রাধান্য পায়নি, এখনও পাচ্ছে বলে মনে হয় না। যেকোন ধরনের শিক্ষানীতিই প্রণয়ন করা হোক না কেন, প্রাথমিক শিক্ষাই হবে তার মূল ভিত্তি এ কথাটি আমরা যেন ভুলে না যাই। অতএব, কারো অপেক্ষায় না থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে। সরকার ভবিষ্যতে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে পারবেন কিনা, তার প্রমাণ প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার সাফল্যের ওপর নির্ভর করবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের নীতিগত বিভ্রান্তির ফলে ইতিমধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা ধীরে ধীরে শিক্ষার মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এই পদ্ধতিতে যারা শিক্ষিত হচ্ছেন তারা বৃত্তিমূলক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং তাদের কর্মসংস্থান একটা বড় সমস্যায় পরিণত হতে চলেছে। মাদ্রাসা ছাত্রদের ভবিষ্যতের স্বার্থেই বিষয়টির দিকে নীতি প্রণয়নকারীরা জরুরি ভিত্তিতে মনোযোগ দেবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

আমাদের দেশে শিক্ষাখাতে বিভিন্নভাবে বিদেশী ঋণ অনুদান এসেছে। নানা ধরনের দর্শন নিয়ে বিদেশী অর্থায়নে অনেক এনজিও এদেশে শিক্ষাখাতে সক্রিয়। ঋণ ও অনুদানের টাকায় কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে। ঋণ ও অনুদান নিতে যেয়ে সরকারকে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষানীতির একটু আধটু পরিবর্তনও করতে হয়েছে। সব মিলিয়ে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট কোন কাঠামো খুঁজে পাওয়া যায় না। এ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে দেশে কোন শিক্ষানীতি না থাকার ফলে। অতএব, শিক্ষানীতি প্রণয়নটি অত্যন্ত জরুরি বিষয়। অতীতে সরকার বলেছেন শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ করা হয়েছে; কিন্তু সেই খাত যে সুস্পষ্ট নীতির দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত, সে কথাটা তাদের কাছে প্রাধান্য পায়নি। ফলে দেশ ও জাতি একটা অথর্ব শিক্ষাব্যবস্থার কবলে পড়েছে। বর্তমান সরকার কি পারবেন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে?